কালীগঞ্জ অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারের বিরুদ্ধে নারী সাথে অশালীন আচরণের অভিযোগ

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ শাখার অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক নাজমুস সাদাতের বিরুদ্ধে নারী গ্রাহকের সাথে অশালীন আচরণ ও কু-প্রস্তাব দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
ভিকটিম যৌন হয়রানির ঘটনায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মহোদ্বয় বরাবর ম্যানেজারের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে আবেদনের অর্ধমাস পেরিয়ে গেলেও দৃশ্যমান কোন বিচার পায়নি।
এদিকে শাখা ব্যবস্থাপকের উৎপাতে সম্ভ্রম বাঁচাতে বিধবা অলোকা রাণী তার স্বামীর ভিটে ছেড়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ব্যবস্থাপক কর্তৃক গ্রাহকের সাথে এই অশালীন আচরণ ও কু-প্রস্তাবের কথা প্রকাশ পেলে অগ্রণী ব্যাংকের গ্রাহক সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।
জানা যায়, কালীগঞ্জ অগ্রণী ব্যাংকের শাখা হতে গত ২২ মে ২০২০ তারিখে ০২০০০১৫২৬১৫৪৬ নং লোন হিসাবের পয়ষট্রি হাজার টাকা কৃষিঋণ পরিশোধের সুবিধা দেওয়ার কথা বলে উক্ত নারী গ্রাহককে ব্যাংকে ডেকে এনে কু-প্রস্তাব দেন ব্যবস্থাপক নাজমুস সাদাত।
অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর অলোকা রানী অধিকারীর করা অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, কালীগঞ্জ অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপক নাজমুস সাদাত গ্রাহক অলোকা রানীকে ফোন করে ব্যাংকে দেখা করতে বলেন। অলোকা রানী গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ব্যাংকে উপস্থিত হয়ে শাখা ব্যবস্থাপক নাজমুস সাদাতের এর কক্ষে প্রবেশ করে ফোন করার কারণ জানতে চান। পরে ম্যানেজার তাকে গৃহিত ঋণ সম্পর্কে জানাতে চান এবং ঋণ গ্রহীতা তার ঋণটির সঠিকতা নিয়ে সত্যায়ন করেন। এরপর তিনি উক্ত বিধবা মহিলার দিকে তাকিয়ে কু- প্রস্তাব দেন। তার কথা শুনে উক্ত ঋণ গ্রহীতা চরমভাবে লজ্জিত এবং বিব্রতবোধ করেন। পরে ভূক্তভোগি নারী মাথা নিচু করে শাখা থেকে চলে যান। এর পর ব্যবস্থাপক বিভিন্ন সময়ে তাকে ফোনে ডাকে এবং একাধিক বার মহিলার বাড়িতে যায় এবং ব্যাংকের ঋণ পরিশোধে সহায়তা করা হবে বলে ডেকে নিয়ে কু প্রস্তাব দেয়।
কালীগঞ্জ অগ্রণী ব্যংকের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে ব্যাংকের ম্যানেজার নাজমুস সাদাতের এহেন আচরণের জন্য তার বিরুদ্ধে

আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য তিনি ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
এ অভিযোগের বিষয়ে কালীগঞ্জ অগ্রণী ব্যাংকের ম্যানেজারের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, ঋণ গ্রহীতা অলোকা রানীকে আমি চিনি না এবং দরখাস্তের বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।

মনিরুজ্জামান রাসেল
ঝিনাইদহ।
মোবাঃ ০১৭১২৯৯৯৭৩৪

গাংনীতে করোনা ভাইরাস সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী

মানবজাতিকে কোভিড-১৯ এর করাল গ্রাস এবং এ ভাইরাস বিস্তার রোধে করণীয়, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে মেহেরপুরের গাংনীতে সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপ্তি হয়েছে। রোববার দুপুরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে চতুর্থ দিনের প্রশিক্ষণ ও চারদিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন। উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সী (জাইকা) এর সহায়তায় চলতি মাসের ১৬, ১৭, ১৯ ও ২২ তারিখে মোট চারটি ব্যাচে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে সেসন পরিচালনা করেন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আরএমও সাদিয়া সুলতানা। করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি ও প্রতিরোধে করনীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রশিক্ষক ডাঃ হামিদুল ইসলাম করোনা ভাইরাসের লক্ষণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রশিক্ষক ডাঃ শাদমান সাকিব নাহিদ করোনা প্রতিরোধে করণীয়, হাত ধোয়ার সঠিক

নিয়ম ও মাস্ক ব্যবহারের সঠিক নিয়ম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রশিক্ষনের শেষাংশে ভাইরাসের ঝুঁকি ও ভাইরাসে মুত্যুবরণকারীদের দাফন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

গাংনীর বালিয়াঘাটে জমি সংক্রান্ত বিরোধে বৃদ্ধকে পিটিয়ে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা।

গাংনীর বালিয়াঘাট গ্রামে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে আব্দুল লতিফ
(৬৫) নামের এক বৃদ্ধকে পিটিয়ে আহত করেছে প্রতিপক্ষরা। আহত আব্দুল লতিফের ছেলে আজমত আলীকে মারধর করার হুমকি দেয়ায় বাড়ি যেতে পারছেনা বলে অভিযোগ আজমত আলীর পরিবারের। বৃদ্ধ আব্দুল লতিফ গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন। গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ করা হলেও সুরাহা হয়নি । তবে স্থানীয়ভাবে বিষয়টি নিয়ে আপোষ মিমাংসার চেস্টা চলছে বলে জানান আব্দুল লতিফের ওপর হামলাকারীরা।

জানাগেছে, গাংনীর বালিয়াঘাট গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে আজমত আলী নিজ জমিতে পাকা ঘর নির্মাণ করছিলেন। ঘরনির্মাণের সময় প্রতিবেশি ফরমান আলীর ছেলে ইমারুল ইসলাম,জিয়ারুল ইসলাম ও ইসরাফিল সহ বেশ কয়েকজন ঘর নির্মাণ কাজে বাধা দেয়। কয়েক মাস ধরে এই নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। কয়েকদিন আগে আজমতের ঘরের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শুরু করেন। আব্দুল লতিফের বাড়ির পাশে আর জমি না থাকায় প্রতিবেশিদের চলাচলের রাস্তা বালির বস্তা ফেলে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে আজমত আলী। এসময় ফরমান আলীর এক ছেলে আলগামন নিয়ে বাড়ি যেতে না পারাই বালির বস্তা ও ইট অপসারন করতে বলায় উভয় পক্ষের মধ্যে বাক বিতন্ডার এক পর্যায়ে বৃদ্ধ আব্দুল লতিফকে মারধর করে ফরমান আলীর তিন ছেলে জিয়ারুল ,ইমারুল ও ইসরাফিল। এসময় আব্দুল লতিফ অসুস্থ্য হয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধঅর করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। এবিষয়ে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করে আব্দুল লতিফ। পাল্টা অভিযোগ করেন হামলাকারীরাও। তবে আব্দুল লতিফের ছেলে

আজমত আলী বাড়ি যেতে পারছেনা বলে অভিযোগ করে বলেন আমার বৃদ্ধ বাবাকে মারধর করেই ক্ষান্ত হয়নি ওরা আমাকেউ মারধর করার হুমকি দিচ্ছে।

ইমারুল ইসলাম জানান, আব্দুল লতিফকে মারধর করা হয়নি। ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে। তবে স্থানীয় ভাবে মিমাংসা করা হবে। গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান জানান, উভয় পক্ষের অভিযোগ পেয়েছি তবে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নেয়ার জন্য এসআই হাবিবকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। করোনা পরিস্থিতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা গুলো সভায় আলোচনা করা হয়।

সভায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুব রহমান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মাহফুজুল হোসেন। এসময় তিনি বলেন, গত ১৭ মার্চ থেকে করোনার প্রাদুর্ভাবে বিদ্যালয় গুলো বন্ধ আছে। কবে নাগাদ খুলবে এটাও নিশ্চিত না। এমন পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে রাখতে হবে। প্রতিনিয়ত তাদের খোঁজ খবর নিতে হবে। বাল্য বিয়ে প্রতিরোধে সবাইকে কাজ করতে হবে। আগামীতে যারা এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিবে, তাদের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে ক্লাস নিতে হবে। সেই সাথে ৬-৯ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে যে এ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হচ্ছে সেগুলো যথাযথভাবে সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা প্রশিক্ষণ সমন্বয়কারী মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী পরিদর্শক ওয়াসিম আকরাম, উপজেলা

একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম, বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সদস্য মশিউর রহমান, শিক্ষানুরাগী সদস্য আবু হানিফ পল্টুসহ বিদ্যালয়ের সকল সহকারী শিক্ষক।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীর চৌগাছায় পাখিভ্যান চাপায় শিশু নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চৌগাছা গ্রামে ব্যাটারি চালিত পাখিভ্যান চাপায় হুজাইফা (৩বছর) নামের এক শিশু নিহত হয়েছে। আজ রোববার সকাল দশটার দিকে শিশুটি রাস্তা পারাপারের সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় পাখিভ্যান উল্টে চালক আহত হয়েছেন। তবে তিনি ভ্যান ফেলে পালিয়ে যাওয়ায় তার পরিচয় নিশ্চিত হতে পারেননি স্থানীয়রা।

নিহত হুজুাইফা চৌগাছা নুরবাগ মাদ্রসার সহকারি পরিচালক ও স্থানীয় জামে মসজিদের ঈমাম শফিকুল ইসলামের ছেলে। তার বাড়ি সাতক্ষীরা। চাকুরির সুবাদে তিনি চৌগাছায় ভাড়া বাড়িতে বসবাস করেন।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, সকালে হুজাইফা গাংনী-কাথুলি সড়কের পাশে বাড়ির পাশে শিশুদের সাথে খেলছিল। রাস্তা পারপারের সময় সাহারবাটি থেকে গাংনী গামী যাত্রী বোঝাই একটি পাখিভ্যানে চাপা পড়ে সে। এতে ঘটনস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান বলেন, মরদেহ ও দুর্ঘটনা কবলিত ভ্যান পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ভ্যান চালককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

যশোরে ট্রেনের সঙ্গে কয়লাবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক নিহত

যশোরে ট্রেনের সঙ্গে কয়লাবোঝাই ট্রাকের সংঘর্ষে ট্রাকচালক নিহত হয়েছেন। এতে খুলনার সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ কন্ধ রয়েছে।

গতকাল শনিবার (২১ নভেম্বর) রাত ৮টার দিকে শহরতলী মুড়লি রেলক্রসিং এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, শনিবার রাত ৮টার দিকে নওয়াপাড়া থেকে কয়লাবোঝাই একটি ট্রাক চাঁপাইনবাবগঞ্জে যাচ্ছিল। শহরতলীর মুড়লি রেলক্রসিংয়ে পৌঁছালে রাজশাহী থেকে ছেড়ে আসা ট্রেন কপোতাক্ষের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। ঘটনাস্থলেই ট্রাকের চালক আকবর আলী নিহত হন।

সহযোগীকে আহত অবস্থায় যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বন্ধ থাকা ক্রসিংয়ের গেট ভেঙে ট্রাকটি চলন্ত ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। লাইনের ওপরে ট্রাক পড়ে থাকায় ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় নদীর তীর থেকে মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রাম সংলগ্ন মাথাভাঙ্গা নদীর তীর থেকে একটি মানুষের কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় এলাকাবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কঙ্কালটির বিভিন্ন অংশ উদ্ধার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল খালেক জানান, উজিরপুর গ্রামে মাথাভাঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত একটি মাদরাসার

কয়েকজন শিক্ষার্থী সন্ধ্যার আগে নদীর তীরে মানুষের মাথার খুলি ও হাড়গোড় দেখতে পায়।

পরে তারা স্থানীয়দের জানালে এলাকাবাসী থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে সেগুলো উদ্ধার করা হয়। ওগুলো মর্গে পাঠানো হবে এবং ডিএনএ পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ওসি আরও জানান, ধারণা করা হচ্ছে অন্য কোনো এলাকার কঙ্কাল ডুবন্ত অবস্থায় স্থানান্তরিত হয়ে উজিরপুর গ্রামের সন্নিকটে এসে বেধে যায়। এতোদিন নদীতে বাড়তি পানি থাকায় সেগুলো দেখা যায়নি। সম্প্রতি নদীর পানি কমে আসায় কঙ্কালটি এলাকাবাসীর চোখে পড়ে।

মেহেরপুরের গাংনীতে ট্রান্সফর্মার চোর আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে ট্রান্সফর্মার চোর আটক করেছে গাংনী থানা পুলিশ। গতকাল শনিবার দুপুরের দিকে হারেজ মালিথা আটক করে গাংনী থানা পুলিশ। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী আরও চার জন কে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন, কুষ্টিয়া জেলার বড় বাজার এলাকার ঘোড়া ঘাট এলাকার মৃত চাঁদ মালিথার ছেলে হারেজ মালিথা(৫২), ত্রিমোহনী এলাকার মৃত রওশন শেখের ছেলে নুর ইসলাম(৬০), ভেড়ামারার মো: ভাদু মেথের ছেলে মো: আব্দুল শেখ(৪৫), হরিপুরের মৃত ছামসুদ্দিন ইসলামের ছেলে আনারুল ইসলাম(৩৬), দৌলতপুরের লক্ষী খোলার মৃত আজির উদ্দিনের ছেলে মজির উদ্দিন(৫০)।

আটককৃতদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ চুরিকৃত ট্রান্সফর্মারের কয়েল উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক মূল্য তিন লক্ষ টাকা।

গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভৃত্তিতে বিশেষ এক অভিযানে ট্রান্সফর্মার চোরের মূল হোতা হারেজ কে আটক করা হয়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাকিদের আটক করতে সক্ষম

হন গাংনী থানা পুলিশ।

তিনি আরও জানান, হারেজ উদ্দিন দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে ট্রান্সফর্মার চুরির সাথে জড়িত। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও আছে। তারা অভিনব কায়দায় ট্রান্সফর্মার চুরি করে, তারের কয়েল গুরো আলাদা করে সবজির গাড়িতে করে বিভিন্ন স্থানে পাঠাত।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে কোর্টে পাঠানো হবে।

প্যানেল পূর্ণাঙ্গ হয়নি ক্ষমতাসীনদের, সাবেক সেক্রেটারী স্বতন্ত্র সভাপতি

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭ নভেম্বর শুক্রবার। প্রতি নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ এই দুটি প্যানেল থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কিন্তু এবারের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্যানেল দিতে পারেনি আইনজীবীরা। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের লক্ষে নির্বাচনে ১১ জনকে দিয়ে প্যানেল দিতে হয়েছে। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী পরিষদ ১৫টি পদেই প্যানেল দিয়েছে।

এছাড়া মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পিপি অ্যাড. মিয়াজান আলী একক ভাবে সভাপতি পদে নির্বাচন করছেন।

বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদে প্রার্থী হয়েছেন, তারা হলেন-সভাপতি পদে শাজাহান আলী, সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আছাদুজ্জামান, যুগ্ম-সম্পাদক কে এম নুরুল হাসান(রঞ্জু), শাহরিয়ার মাহমুদ শাওন, কোষাধাক্ষ্য সিরাজুল ইসলাম, পাঠাগার ও সাংস্কৃতি সম্পাদক রোকেয়া খাতুন, নির্বাহী সদস্য পদে রুত শোভা মন্ডল, নাগিব মাহফুজ জুয়েল ও সেলিম রেজা।

আগে ঘুষ, পরে কাজ

অতিরিক্ত টাকা বা ঘুষ ছাড়া কোন কাজই হয় না গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে। সরকারি ধার্যকৃত টাকার বাইরেও বিভিন্ন খাতের অযুহাতে নেওয়া হচ্ছে অতিরিক্ত টাকা। টাকা দিতে না চাইলে হয়রানি করা হচ্ছে সেবা গ্রহীতাদের। নকল নবিশ, মহুরী ও অফিস সহকারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ে।

এছাড়াও দলিল প্রতি প্রায় ৫’শ টাকা অতিরিক্ত দিতে হয় বলেও জানা গেছে। এমনকি মুজিববর্ষ পালনের নামেও অতিরিক্ত আরও ১শ টাকা নেওয়া হচ্ছে সেবা গ্রহীতাদের কাছ থেকে। আদায়কৃত টাকাগুলো সাব-রেজিস্টারসহ সকল কর্মচারী ও উপর মহলের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করা হয়। সম্প্রতি ঘুষের টাকা বণ্টনে বৈষম্য থাকায় সাব-রেজিস্টারের সাথে দু‘একজন অধিনস্থ কর্মচারীর মধ্যে মনোমালিন্যর ঘটনাও ঘটেছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের নকল নবিশ রতনকে জেলা রেজিস্টারের অনুমতি ছাড়া গাংনী সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে দায়ীত্ব পালন করানো হচ্ছে। ওই নকল নবিশের কথাতেই উঠতে বসতে হয় অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের। গাংনী সাব-রেজিস্ট্রিার মাহফুজ রানার নেতৃত্বেই এই কাজ হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে অনেকে।

গাংনীর সাব-রেজিস্ট্রি অফিসের ঘুষ বন্ধের জন্য এর আগে নাগরিক কমিটি গঠিত হয়। এর আগে গাংনী সাব রেজিস্টার অফিসে দুর্নীতির প্রতিবাদে এই কমিটি জমি রেজিস্ট্রি অনির্দৃষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে জনসমাবেশ করে সাবেক সাব-রেজিস্টার আব্দুর রশিদ মন্ডলকে ঘুষ না খাওয়ার অঙ্গিকার করে নেয় এলাকাবাসি। চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি যোগদান করেন বর্তমান সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা। এরপর থেকেই নিজের মত কৌশলে চালিয়ে যাচ্ছে ঘুষ বাণিজ্য।

এনিয়ে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “গাংনীতে সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ, দলিল প্রতি ঘুষ নেন কমপক্ষে ৩৫০ টাকা, কখনও তার বেশি” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশও হয়। তারপরও থামেনি তার ঘুষ নেওয়া। জানা গেছে, বিভিন্ন মহলকে ম্যানেজ করে চালিয়ে যাচ্ছেন অবাধ ঘুষ বাণিজ্য।

কয়েকজন ভুক্তভোগী জানান, নিয়ম অনুযায়ী প্রতি লাখে পৌর এলাকার জন্য লাখে সাড়ে ৮ হাজার। পৌর এলাকার বাইরে হলে লাখে সাড়ে ৬ হাজার টাকা রেজিস্ট্রি ফিস নেয়ার কথা। কিন্তু বিভিন্ন খাতের কথা বলে অতিরিক্ত নেয়া হচ্ছে লাখে এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা। টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে বিভিন্ন হয়রানি হতে হয়েছে। পরে বাধ্য হয়ে টাকা দিতে হয়েছে। জমি ক্রয় বিক্রয়ে জনদুর্ভোগের শিকার হতে হয়েছে আমাদের।

কয়েকজন দলিল লেখক জানান, লাইসেন্স নবায়ন বাবদ তাদের কাছ থেকে জেলা রেজিস্টারের নামে অতিরিক্ত টাকা নিয়েছেন বর্তমান সাব রেজিস্টার মাহফুজ রানা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অফিসের এক দলিল লেখক জানান- এখানকার অসাধু কর্মচারীরা ডিআর (জেলা রেজিস্টার) মহোদয়ের অডিট ব্যয়, নজরানা ও দলিল ফাইলিংয়ের নামে দলিল প্রতি ৩৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা, মসজিদ উন্নয়ন বাবদ ৫০ টাকা, ও নকল সরবরাহের জন্য এক হাজার টাকা থেকে দেড় হাজার টাকা, হেবা দলিল রেজিস্ট্রিতে ১৫শ টাকার স্থলে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা নেয়া হয়।

হেবা দলিল সম্পাদনে এক এর অধিক খতিয়ান হলে প্রতি খতিয়ান বাবদ আরও এক হাজার করে টাকা নেয়া হয়। নাম্বারিং দলিলে ২হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে। জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে দলিল সম্পাদনে টাকা নেয়ারও অভিযোগ সাব-রেজিস্টারের উপরে। এছাড়াও টাকার বিনিময়ে জমি খারিজ ছাড়াও দলিল রেজিস্ট্রি হয় বলে জানাগেছে।

গাংনী সাব রেজিস্ট্রি অফিসের একজন জানান, বণ্টননামা এবং অসিয়ত দলিলের মূল্যের উপরও অফিসকে অতিরিক্ত ঘুষ দিতে হয়। দলিলের ও খারিজের মূল কপি ছাড়া দলিল করতে আসলে সাব রেজিস্টারকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিতে হয় । এসএ এবং আরএস খতিয়ানের সার্টিফিকেট কপি জেলা প্রশাসকের রেকর্ড রুম থেকে সংগ্রহ করার পরও দলিল করতে গেলে ‘এটি ঠিক নয়’ জানিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা নেয়া হয়। এদিকে লাইসেন্স বাতিলের ভয়ে দলিল লেখকরা টাকা দিতে বাধ্য হয়েছেন বলেও জানান।

কমিশনের (অফিসের বাইরে গিয়ে দলিল সম্পাদন) সরকারি ফি ৩০০ টাকা (উপজেলার মধ্যে)। কিন্তু সাবরেজিস্টার নেন ৩ হাজার টাকা। ঢাকা, অন্য কোনও জেলা কিংবা বিভাগের বাইরে কমিশনের মাধ্যমে দলিল হলে সরকারি ফি’র ১০গুণ বেশি টাকা নেন সাব-রেজিস্টার। এই দলিল লেখক

জানান, সাব রেজিস্টার এখনও দলিল সম্পর্কে অভিজ্ঞ নন।

মুজিবনগর অফিসের নকল নবিশ রতন ‘দলিল ঠিক আছে’ এমন নিশ্চিত তথ্য দেবার পরেই তিনি দলিল সনাক্ত করেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, গাংনী রেজিস্ট্রি অফিসের নকল নবিশের সাথে আর্থিক লেনদেনে বিরোধ হবার কারণে তাকে মুজিবনগর রেজিস্টি অফিসে পাঠিয়েছেন। আর আজ্ঞাবহ হওয়াতে রতনকে মুজিবনগর থেকে পুনরায় গাংনী অফিসে নিয়ে এসেছেন সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানা। যা জেলা রেজিস্টার জানেন না।

ভুক্তভোগী অনেক দলিল লেখক জানান, দলিল সম্পাদনকালে দলিলে ভুল-ত্রুটি ধরে তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা আদায় করা হয়। ভুল-ত্রুটি ধরার পর টিসি মোহরার (ট্যাক্স কালেকটর মোহরার) আজাদ ও নকল নবিশ রতনের হাতে অতিরিক্ত টাকা না দিলে সম্পাদনে অপারগতা জানান সাব রেজিস্টার।

এছাড়াও সাংবাদিকদের সাথে খারাপ আচরণের অভিযোগও রয়েছে এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে।

এ বিষয়ে গাংনী সাব-রেজিস্টার মাহফুজ রানাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অফিসে গিয়ে কথা বলতে বলেন।

জেলা রেজিস্টার সাইফুল ইসলাম জানান, গাংনী সাব রেজিস্টারের নামে অভিযোগ আসতেই আসছে। লিখিত অভিযোগ না পাওয়াতে কোন পদক্ষেপ নিতে পারেন না। মুজিবনগরের নকল নবিশ গাংনীতে দায়ীত্ব পালনের বিষয়টি তার জানার বাইরে বলে জানান। তবে তিনি বিষয়টি দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।